বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

৫ আষাঢ় ।। ১৪৩৩।। শনিবার ২০ জুন ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৩৭৭ সংখ্যা ।। ৪ পাতা

সমুদ্র শাসনের প্রস্তুতি চূড়ান্ত, রবিতে মোদির হাত ধরে বঙ্গোপসাগরে নামছে ৩ যুদ্ধজাহাজ

সংঘর্ষবিরতির পরও ইজরায়েলের হামলা জারি লেবাননে, ১২ মৃত্যুতে আমেরিকাকে কড়া বার্তা ইরানের

রামের অবমাননা বাংলাদেশের কট্টরপন্থীদের! ঢাকায় বিরাট মশাল মিছিল হিন্দুদের

# শ্যামাপ্রসাদের জন্যই পশ্চিমবঙ্গ ভারতে'বঙ্গ সফরের আগে অতীত স্মরণ মোদির

**নয়া জামানা ঃ** বাংলায় প্রথমবার সরকার গঠন করেছে বিজেপি। গত ৯ মে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন শুভেন্দু অধিকারী। সম্প্রতি তিনি দাবি করেন, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ডবল ইঞ্জিনের সুফল ভোগ করছেন বঙ্গবাসী। আগামিদিনেও একাধিক ক্ষেত্রে আরও নানা উপকার পাবে বাংলা, এমনই অঙ্গীকার। পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উন্নয়নের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ দেওয়া এক বার্তায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং জাতীয় জীবনে বাংলার অবদানের কথা স্মরণ করেন। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতি ও রাজ্যবাসীর সমৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করবে বলেও আশ্বাস দেন।প্রধানমন্ত্রী তাঁর বার্তায় লেখেন, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, আধ্যাত্মিকতা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, সমাজ সংস্কারসহ নানা ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের ইতিহাস ও জাতীয় চেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি উল্লেখ করেন, পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে ২০ জুন একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, এই দিনেই পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অংশ হিসেবে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছিল এবং এর পিছনে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। পাশাপাশি তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, ২০২৬ সালে ড. মুখোপাধ্যায়ের ১২৫তম জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে।প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে কেন্দ্রীয় সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন ও মানুষের কল্যাণ কামনা করেন।এদিকে, পশ্চিমবঙ্গ দিবস এবং আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে শনিবার দু'দিনের সফরে রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সফরের প্রথম দিনে তিনি হুগলির তারকেশ্বরে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। সেখানে প্রশাসনিক বৈঠকের পাশাপাশি জনসভাতেও অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, সফরকালে কৃষি, গ্রামোন্নয়ন, মৎস্যচাষ, পশুপালন এবং পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। রেল পরিকাঠামো উন্নয়ন, কৃষকদের আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত কর্মসূচিও রয়েছে তাঁর সফরসূচিতে।রবিবার কলকাতার রেড রোডে আয়োজিত আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী। সেই উপলক্ষে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

# বাংলা থেকে পুশব্যাক

**নয়া জামানা ঃ** বঙ্গে নতুন বিজেপি সরকার বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাকের সিদ্ধান্ত কার্যকর করছে। হোল্ডিং সেন্টার থেকে শুরু করে ধরপাকড় করে সীমান্ত পার করে বাংলাদেশে পুশব্যাক, কেন্দ্রের নিয়ম অনুযায়ী সেসব প্রক্রিয়া চলছে। কিন্তু শনিবার সেই প্রক্রিয়া ঘিরেই তুমুল উত্তেজনা ছড়াল মালদহের কাঁটাতারহীন সীমান্ত সুখ দেবপুরে। এপাশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের পুশব্যাকের পর ওপারে বিজিবি নিজেদের ভূখণ্ডে ঢুকতে দেয়নি।

# শোভনদেবের বাড়িতে সিআইডি

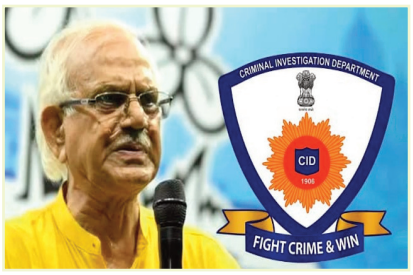


**নয়া জামানা ঃ** তৃণমূল বিধায়কদের সই জাল কাণ্ডে এবার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে সিআইডি টিম। আজ শনিবার সকালে তৃণমূলের এই প্রবীণ বিধায়কের ভবানীপুরের বাড়িতে হাজির হন সিআইডির ৬ আধিকারিক। জানা গিয়েছে, তৃণমূল বিধায়কই আধিকারিকদের এদিন তাঁর বাড়ি আসতে বলেছিলেন। তদন্তকারীরা তৃণমূলের রেজোলিউশনের কপি খুঁজছিলেন। এদিন ওই কপি আধিকারিকদের হাতে তিনি তুলে দিয়েছেন।

# শ্যামাপ্রসাদকে সামনে আনুন ঃ জগন্নাথ

**নয়া জামানা ঃ** পশ্চিমবঙ্গে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদান নিয়ে চর্চা হোক। আসল ইতিহাস সামনে আসুক। এমনই চাইছে রাজ্যের বর্তমান বিজেপি সরকার। শুক্রবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' উদযাপনে যোগ দিয়ে এই বার্তা দিলেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। দায়িত্ব নেওয়ার পর এ দিনই প্রথম এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখেন মন্ত্রী।

# পশ্চিমবঙ্গ দিবসে বাংলার সমৃদ্ধি কামনায় শুভেন্দু-শাহ

**দীপঙ্কর দোলাই,নয়া জামানা ঃ** পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন করা হয়। এদিন সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পশ্চিমবঙ্গ গঠনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বার্তা দেন দুই নেতা।মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বার্তায় দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাস ও এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিত্বদের অবদান দীর্ঘদিন পর্যাপ্ত গুরুত্ব পায়নি। তিনি লেখেন, অতীতে রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তাৎপর্যকে আড়াল করার

চেষ্টা হয়েছিল। বর্তমান সরকার সেই ঐতিহাসিক অধ্যায়কে নতুন করে সামনে আনছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি। একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ গঠনের ক্ষেত্রে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাকে বিশেষভাবে স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী।অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি, জ্ঞানচর্চা, আধ্যাত্মিকতা এবং জাতীয় জীবনে অবদানের জন্য বাংলা দেশের অন্যতম গৌরবময় অঞ্চল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে বাংলার ঐতিহ্য ও উন্নয়নের পথ আরও সুদৃঢ় হবে বলেও আশাবাদ প্রকাশ করেন তিনি। এদিন রাজ্যের মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক বিতর্ক রয়েছে। বিভিন্ন সংগঠন ও রাজনৈতিক দল ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দিনটি পালনের দাবি জানিয়ে এসেছে। বিজেপি দীর্ঘদিন ধরে ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস হিসেবে পালন করে আসছে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অবদানকে সামনে এনে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করে।

# বাংলার এই জায়গাতে ঢুকতে লাগে পাসপোর্ট-ভিসা !

**নয়া জামানা ডেস্ক ঃ** সাধারণত আমরা ধরে নিই যে, ভৌগোলিক সীমানার নিরিখে ভারতের মানচিত্রের ভেতরে থাকা প্রতিটা ইঞ্চি জমিই ভারতের অংশ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার বুকে এমন একটি এলাকা রয়েছে, যা এই চেনা ধারণাকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। চারপাশ থেকে ভারতীয় ভূখণ্ড দিয়ে ঘেরা হওয়া সত্ত্বেও এই জনপদটি আদতে বাংলাদেশের অংশ এবং এখানকার বাসিন্দারা ভারতের নয়, বরং বাংলাদেশ সরকারের আইনকানুন মেনে চলেন !অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর এই জায়গার নাম 'দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা'। এটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি বাংলাদেশী ছিটমহল। চারপাশে ভারতের কাঁটাতারের বেষ্টনী থাকলেও, প্রায় ১৮.৫ বর্গ কিলোমিটারের এই ভূখণ্ডে বাস করেন ২০,০০০-এরও বেশি বাংলাদেশী নাগরিক। কঠোর নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রিত প্রবেশদ্বারের কারণে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের এই এলাকাটি পুরো বিশ্বের অন্যতম এক অনন্য ভৌগোলিক বিস্ময় ।দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের ভেতরে হলেও, এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, সংস্কৃতি ও প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল ।টাকা ও পতাকা এই ছিটমহলে ভারতের 'রুপি' চলে না, এখানকার মানুষ কেনাকাটা করেন বাংলাদেশি 'টাকা' দিয়ে। জাতীয় দিবসগুলোতে এখানে ওড়ে বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা ।মোবাইল নেটওয়ার্ক এখানে ভারতীয় কোনও সিম কার্ড বা মোবাইল নেটওয়ার্ক কাজ করে না। বাসিন্দারা কথা বলা বা ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশি মোবাইল অপারেটরদের নেটওয়ার্কের ওপর নির্ভর করেন ।শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এখানকার স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল থেকে শুরু করে সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম পরিচালিত হয় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ।১৯৯২ সালের আগে এই ছিটমহলের জীবন ছিল চরম যন্ত্রণাদায়ক। মূল বাংলাদেশ ভূখণ্ড থেকে এই এলাকার দূরত্ব ছিল মাত্র ১৭৮ মিটার। কিন্তু মাঝখানের এই সামান্য পথটি ভারতের অংশ হওয়ায় দহগ্রাম-আঙ্গরপোতার মানুষ নিজেদের দেশে যাওয়ার জন্য সরাসরি কোনও রাস্তা পেতেন না ।এলাকা থেকে বের হওয়া বা ঢোকার জন্য প্রতিবার ভারতীয় প্রশাসনের অনুমতির প্রয়োজন হতো। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না পাওয়া, উচ্চশিক্ষার অভাব এবং মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তৎকালীন সময়ে এই ছিটমহলের জীবনকে অনেকেই একটি 'মুক্ত কারাগার' বা ওপেন-এয়ার প্রিজনের সঙ্গে তুলনা করতেন ।এই মানবিক ও ভৌগোলিক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য ১৯৭৪ সালে ভারত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে ভারত সরকার বাংলাদেশকে একটি নির্দিষ্ট জমি লিজ বা ইজারা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা আজ বিশ্বজুড়ে 'তিন বিঘা করিডোর' নামে পরিচিত ।১৭৮ মিটার দীর্ঘ এবং ৮৯ মিটার চওড়া এই ছোট্ট করিডোরটি দহগ্রাম-আঙ্গরপোকা ছিটমহলকে সরাসরি মূল বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের সাথে যুক্ত করেছে ।শুরুর দিকে এই করিডোরের গেটটি চব্বিশ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকত না। দিনে মাত্র ১২ ঘণ্টার জন্য ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী এটি খুলে দিত।

# স্বাভাবিক ছন্দের পথে বর্ষা !

**নয়া জামানা ডেস্ক ঃ** ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ধীরে ধীরে সক্রিয় হচ্ছে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু। ভারতের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৩ জুনের মধ্যে মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং ছত্তীসগঢ়ের আরও বিস্তীর্ণ এলাকায় মৌসুমি বায়ু অগ্রসর হওয়ার জন্য অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে আগামী কয়েক দিনে দেশের একাধিক অঞ্চলে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে ।চলতি বছর মৌসুমি বায়ু ৪ জুন কেরলে প্রবেশ করে, যা স্বাভাবিক সময়সূচির তুলনায় তিন দিন দেরিতে। এরপর ধাপে ধাপে এটি কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটকের অধিকাংশ এলাকা, অন্ধ্রপ্রদেশের বড় অংশ, মহারাষ্ট্র, তেলেঙ্গানা, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও বিহারের কিছু অংশ এবং সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে ।মৌসুমি বায়ুর অগ্রগতির পাশাপাশি একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝাও উত্তর-পশ্চিম ভারতে সক্রিয় হয়েছে। এর প্রভাবে আগামী কয়েক দিনে জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, পশ্চিম রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ,

উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি, কঙ্কন ও গোয়া, গুজরাটের কিছু অংশ, কর্ণাটক, কেরল, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।ভারতের কৃষি অর্থনীতির জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের মোট বার্ষিক বৃষ্টিপাতের প্রায় ৭০ শতাংশই এই মৌসুমি বায়ুর মাধ্যমে হয়, যা খরিফ ফসলের চাষ, জলসম্পদের সংরক্ষণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। ভালো বর্ষা কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রামীণ চাহিদা ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকেও শক্তিশালী করে ।তবে চলতি বছর পরিস্থিতি কিছুটা উদ্বেগজনক। কারণ ২০২৬ সাল এল নিনো প্রভাবিত বছর। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্য ও পূর্বাঞ্চলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি থাকায় ভারতীয় মৌসুমি বায়ু দুর্বল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই কারণেই আই এম ডি চলতি মৌসুমে দীর্ঘমেয়াদি গড় ৯০ শতাংশ বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে, যা স্বাভাবিকের তুলনায় কম। এর ফলে কৃষি উৎপাদন, জলাধারের জলস্তর এবং পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে ।এদিকে ১৯ থেকে ২৫ জুন পর্যন্ত বিহার ও ঝাড়খণ্ডে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একই সময়ে হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকায়ও বিচ্ছিন্ন থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে ২৫ জুনেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে ।অন্যদিকে, গত ২৪ ঘণ্টায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং বিদর্ভের কিছু অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় ছিল। যদিও শুক্রবারের বুলেটিনে নতুন করে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়নি ।বৃষ্টিপাতের পরিসংখ্যানও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। ১ থেকে ১৮ জুনের মধ্যে দেশের ৭৪১টি জেলার মধ্যে ২৫৮টি জেলায় স্বাভাবিকের তুলনায় কম বৃষ্টি হয়েছে, আর ২২৩টি জেলায় বড় ধরনের বৃষ্টির ঘাটতি রেকর্ড করা হয়েছে। একই সঙ্গে উপ-হিমালয় পশ্চিমবঙ্গ ও গুজরাতে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং তামিলনাড়ু ও ওড়িশার কয়েকটি এলাকায় ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৮০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের বর্ষার অগ্রগতি দেশের কৃষি ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

# নেটওয়ার্ক পেতে মগডালে চড়লেন হেডমাস্টার !

**নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ** ডিজিটাল যুগে এক অদ্ভুত এবং কিছুটা করুণ দৃশ্য দেখা গেল রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে। চাকরি বাঁচানোর তাগিদে, কেবল মাত্র অনলাইনে হাজিরা (অ্যাটেনডেন্স) দেওয়ার জন্য পাহাড়ে উঠে একটি আম গাছে চড়তে হল এক প্রধান শিক্ষককে! গত ১৬ জুনের এই ঘটনাটি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক আলোড়ন ফেলেছে, যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে দুর্গম পাহাড়ি এলাকার নেটওয়ার্কের বেহাল দশা ।ঘটনাটি ঘটেছে বাঘাইছড়ি উপজেলার রূপকারী ইউনিয়নের পাকুজ্জোছড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সম্প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য সরকার একটি নতুন নিয়ম চালু করেছে। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিদিন সকাল ৯টার মধ্যে স্কুলে পৌঁছে উপস্থিতির খাতার ছবি তুলে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে পাঠাতে হবে। আর এই নিয়ম কার্যকর হওয়ার প্রথম দিনেই চরম বিপাকে পড়েন ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ আবু তাহের ।আবু তাহের জানান, তাঁর স্কুলটি উপত্যকার প্রায় ৪০০ ফুট ভেতরে অবস্থিত। সেখানে মোবাইলের নেটওয়ার্ক প্রায় থাকেই না বললে চলে। এমনকি স্কুলের ছাদের ওপর উঠলেও সিগন্যাল মেলে না।

তাই বাধ্য হয়েই তিনি কাছের একটি পাহাড়ে ওঠেন। সেখানেও বেশ কয়েকটি জায়গায় চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর, শেষমেশ একটি আম গাছে চড়ে তবেই মোবাইলে সিগন্যাল পান তিনি। অনেক কসরত করে অবশেষে তিনি হোয়াটসঅ্যাপে উপস্থিতির খাতার ছবিটি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে পাঠাতে সক্ষম হন ।কিন্তু এত কষ্ট, এত লড়াইয়ের পরও তাঁকে শুনতে হয়েছে তিরস্কার! কারণ, নেটওয়ার্ক খুঁজতে খুঁজতেই তাঁর হাজিরা পাঠাতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। আক্ষেপ করে ওই শিক্ষক বলেন, কেবল চাকরিটা বাঁচাতেই তাঁকে এই জীবনের ঝুঁকি নিতে হয়েছে। এই বেতনের ওপরই তাঁর পুরো পরিবার নির্ভরশীল, চাকরিটা গেলে পরিজনদের নিয়ে তাঁকে পথে বসতে হবে ।বাঘাইছড়ি উপজেলার ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সঞ্চয়ন চাকমা জানিয়েছেন, নতুন নিয়মের প্রথম দিন ১১৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮৮টি স্কুল থেকে অনলাইনে হাজিরা পাওয়া গেছে। দুর্গম এলাকার কারণে বাকি ২৮টি স্কুলের ৮৩ জন শিক্ষকের তথ্য পাওয়া যায়নি। তিনি জানান, যেখানে ফোর-জি (৪ঝ) নেটওয়ার্ক আছে সেখানে হোয়াটসঅ্যাপে, আর যেখানে ইন্টারনেট নেই সেখানে এসএমএসের মাধ্যমে হাজিরা নেওয়া হচ্ছে। আগামী দিনে এই ব্যবস্থায় সবার অংশগ্রহণ আরও বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী ।তবে এই বাস্তবতায় জেলা প্রাথমিক প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি নাজির আহমদ তালুকদারের গলায় শোনা গেছে উদ্বেগের সুর। তিনি বলেন, রাঙামাটির মতো পাহাড়ি এলাকায় অনলাইনে হাজিরা দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। কারণ এখানকার অনেক জায়গায় এখনও বিদ্যুৎ বা মোবাইলের ন্যূনতম নেটওয়ার্কটুকুও পৌঁছায়নি। তাই এই দুর্গম অঞ্চলগুলোর জন্য সরকারের কাছে বিশেষ বিবেচনার দাবি জানিয়েছেন তিনি ।রাঙামাটি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কফিল উদ্দিন জানিয়েছেন, বর্তমানে হোয়াটসঅ্যাপ ও এসএমএসের মাধ্যমে হাজিরা সংগ্রহ করা হচ্ছে। নেটওয়ার্কের আওতার বাইরের এলাকার তথ্যগুলো ঢাকায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে, যাতে তারা পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে ।প্রযুক্তির এই যুগে একদিকে যখন আমরা সব কিছু ডিজিটাল করার কথা বলছি, তখন স্রেফ নিজের ডিউটি পালন করতে গিয়ে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষকের গাছে চড়ে হাজিরা দেওয়ার এই দৃশ্য আমাদের অনেক কিছু ভাবতে বাধ্য করে।

# সিঙ্গারন নদী পুনরুদ্ধারের দাবিতে বিক্ষোভ

**সীতারাম মুখার্জী,নয়া জামানা , জামুড়িয়া ঃ** সিঙ্গারন নদী রক্ষা ও পুনরুদ্ধারের দাবিতে শনিবার জামুরিয়ার ভূত বাংলায় অবস্থিত 'শ্যাম স্টিল অ্যান্ড পাওয়ার লিমিটেড'-এর সিআরএম ইউনিটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন 'নদী বাঁচাও কমিটি'-র সদস্যরা।বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ,

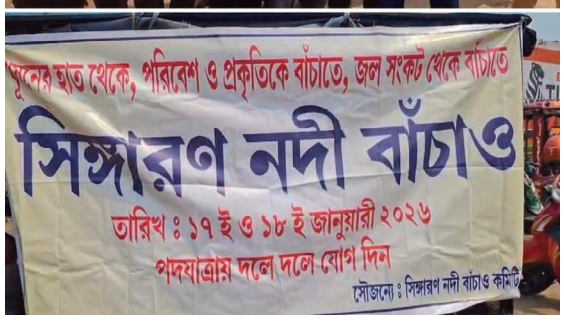


নদীর দুই পাড় জুড়ে ব্যাপক জবরদখল ও অবৈধ নির্মাণের ফলে নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ ও বাস্তুতন্ত্র মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাঁরা সমস্ত অবৈধ কাঠামো অপসারণ, নদীর স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং দূষণ রোধ ও সঠিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।বিক্ষোভের পর কমিটির প্রতিনিধিরা কোম্পানির আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। আধিকারিকরা তাঁদের আশ্বস্ত করেন যে, উত্থাপিত বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।তবে কমিটি হুঁশিয়ারি দিয়েছে যে, যদি তাদের দাবিগুলো দ্রুত বাস্তবায়ন না করা হয়, তবে আগামী দিনগুলোতে এই আন্দোলন আরও জোরদার করা হবে।

# তিস্তায় বাড়ছে জল, মেখলিগঞ্জ জলঢাকায় লাল সতর্কতা

**নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ** জলপাইগুড়িও জেলায় টানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীর জলস্তর ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে।শুক্রবার রাত থেকে পাহাড় এবং সমতলের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিও হয়েছে। সেই কারণেই শনিবার সকাল থেকেই তিস্তা ও তার শাখা নদীগুলোর জল বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে প্রশাসনের। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিস্তা ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় জল ছাড়া হচ্ছে। সেচ দপ্তরের কন্ট্রোল রুম সূত্রে জানা গিয়েছে, নদীর জল বাড়ার কারণে বেশ কয়েকটি এলাকায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বিশেষ করে মেখলিগঞ্জ এলাকায় তিস্তা নদীর অসংরক্ষিত অংশে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। একই সঙ্গে সংরক্ষিত এলাকায় জারি রয়েছে হলুদ সতর্কতা।অন্যদিকে, জাতীয় সড়ক ৩১ সংলগ্ন জলঢাকা নদীর সংরক্ষিত এলাকাতেও লাল সতর্কতা জারি করেছে সেচ দপ্তর। পাশাপাশি ওই নদীর অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দোমহনি এলাকার কিছু অসংরক্ষিত অংশেও হলুদ সতর্কতা জারি রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদীপাড়ের বাসিন্দাদের বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। নদীর জলস্তর আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই অপ্রয়োজনীয়ভাবে নদীর ধারে না যাওয়া, মাছ ধরতে বা নদী পারাপার করতে না নামার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। নিচু এলাকায় বসবাসকারী মানুষদেরও পরিস্থিতির দিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। এদিকে আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, আগামী ২৩ তারিখ পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পাহাড়ে বৃষ্টি অব্যাহত থাকলে তার সরাসরি প্রভাব তিস্তা-সহ অন্যান্য নদীর উপর পড়তে পারে। ফলে নদীর জল আরও বাড়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

# বালি পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার পাণ্ডবেশ্বরের যুব তৃণমূল সভাপতি, আদালত চত্বরে ডিম বৃষ্টি

**নয়া জামানা,পাণ্ডবেশ্বর ঃ** তোলাবাজি, সন্ত্রাস, অবৈধ বালি পাচার এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন পাণ্ডবেশ্বরের যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শেখ আলাউদ্দিন। শনিবার তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করার জন্য থানার বাইরে আনা হলে ক্ষুব্ধ জনতার বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। অভিযুক্তকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয় এবং ক্ষ্মচোর, চোরক্ষ্ম স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শেখ আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই অজয় নদ থেকে ট্রাক্টর ও ডাম্পারের মাধ্যমে অবৈধভাবে বালি পাচারের অভিযোগ ছিল। এছাড়াও তোলাবাজি, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ এবং ভোট-পরবর্তী হিংসার ঘটনায় তাঁর নাম জড়িয়েছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, তৃণমূল সরকারের আমলে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠলেও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর ফের অভিযোগগুলি সামনে আসে এবং তদন্তের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।শুক্রবার পুলিশ শেখ আলাউদ্দিনকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার আদালতে পেশ করার জন্য থানার বাইরে নিয়ে আসা হলে বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। অভিযুক্তকে লক্ষ্য করে একের পর এক ডিম ছোড়া হয়।

# সমবায়ে দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ, ম্যানেজারকে ঘিরে প্রশ্নের ঝড়

**বাবলু রহমান, নয়া জামানা, জলপাইগুড়ি ঃ** সমবায়ের অর্থ ও সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নিয়ে একের পর এক অভিযোগ তুলে ধূপগুড়ি ব্লকের মাগুরমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালীরহাটে বিক্ষোভে সামিল হলেন সমবায় ঐক্যের সদস্যরা। শুক্রবার মাগুরমারী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডের অফিস চত্বরে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। আন্দোলন কারীদের অভিযোগ, সমবায়ের বর্তমান ম্যানেজার তথা স্থানীয় তৃণমূল নেতা বাবলু রায়ের আমলে সমবায়ের বিভিন্ন সম্পত্তি ও কৃষি সরঞ্জামের হিসাব নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের দাবি, সমবায়ের প্রায় ২৫ লক্ষ টাকারও বেশি মূল্যের কৃষি সরঞ্জাম রয়েছে। কিন্তু সেই সমস্ত সরঞ্জাম বর্তমানে কোথায় আছে, কী অবস্থায় আছে, সেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা কিংবা সেখান থেকে সমবায়ের কোনও আয় হচ্ছে কিনা, তার স্পষ্ট কোনও তথ্য সাধারণ সদস্যদের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে না।বিক্ষোভকারীদের আরও অভিযোগ, সমবায়ের স্থায়ী ভবনের একটি অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সেই জায়গা নিয়ে নতুন করে কী পরিকল্পনা করা হচ্ছে, তা নিয়েও স্বচ্ছতা নেই। তাঁদের আশঙ্কা, সমবায়ের সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টা করা হতে পারে। তাই গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখার দাবি তুলেছেন তাঁরা।

আন্দোলনে উপস্থিত বিকাশ রায়, কল্যাণ সরকার-সহ অন্যান্য সদস্যদের বক্তব্য, সমবায়ের নথিপত্র ও হিসাব খতিয়ে দেখা হলে আরও অনেক তথ্য সামনে আসতে পারে। তাঁদের দাবি, নিয়ম মেনে ঋণ দেওয়া হয়েছে কিনা, প্রকৃত কৃষকরা ঋণ পেয়েছেন কিনা এবং ঋণের অর্থ আদৌ সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাঁদের অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতারা ঋণের টাকা পরিশোধ করে দেওয়ার পরেও তাঁদের নামে বকেয়া ঋণ দেখানো হচ্ছে। ফলে সাধারণ মানুষ সমস্যার মধ্যে পড়ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা তথা আন্দোলনকারী বিপুল রায় বলেন, সমবায়ের নামে দুটি ট্রাক্টর-ট্রলি রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তার মধ্যে একটি অবৈধভাবে বালি বা মাটি পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছিল। সেই সময় পুলিশ সেটি আটক করে বলে জানা গিয়েছে। অন্য ট্রাক্টর-ট্রলিটির অবস্থান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তাঁর দাবি, সেটি বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে নাকি অন্য কারও কাছে রয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য নেই। তাই পুরো ঘটনার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন আন্দোলন কারীরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, সমবায় মূলত এলাকার কৃষকদের স্বার্থে গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে সমবায়ের সম্পদ ও আর্থিক বিষয়গুলিকে ঘিরে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। তাই সমবায়ের সমস্ত হিসাব, সম্পত্তি, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং ঋণ সংক্রান্ত নথিপত্র প্রকাশ্যে এনে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সমবায়ের বর্তমান ম্যানেজার বাবলু রায়। তিনি বলেন, সমবায়ের কাজকর্ম সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই পরিচালিত হচ্ছে। ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রেও সরকারি নিয়ম ও বিধি মেনেই কাজ করা হয়েছে। কোনও ধরনের অনিয়ম হয়নি বলে তাঁর দাবি। কৃষি সরঞ্জাম নিয়ে ওঠা অভিযোগের জবাবে বাবলু রায় জানান, সমবায়ের যন্ত্রপাতিগুলি গত প্রায় চার মাস ধরে সমিতির সদস্যদের কাছে ভাড়ায় দেওয়া হয়েছে। সেগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সমবায়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই সমস্ত কাজ করা হয়েছে। ট্রাক্টর-ট্রলি নিয়ে ওঠা প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তিনি বলেন, একটি ট্রাক্টর দীর্ঘদিন ধরে খারাপ অবস্থায় পড়ে ছিল। পরে সেটি মেরামত করে লিজে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রয়োজনীয় নথিপত্রও রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। ঋণ সংক্রান্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে বাবলু রায়ের বক্তব্য, গত চার থেকে পাঁচ বছর ধরে ঋণ আদায়ের হার অনেকটাই কমে গিয়েছে। ফলে সমবায়ের আর্থিক পরিস্থিতির উপর তার প্রভাব পড়েছে। তবে নিয়ম বহির্ভূতভাবে কোনও ঋণ দেওয়া হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। সমবায়ের ভবনের একটি অংশ ভেঙে ফেলার অভিযোগেরও জবাব দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, অফিসের সামনের অংশে এলাকার কিছু মানুষ নিয়মিত নোংরা ফেলতেন। সেই কারণে কমিটির বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, ওই জায়গায় দোকানঘর তৈরি করে ভাড়া দেওয়া হবে।

# ফলতায় থানায় হামলায় গ্রেপ্তার পুষ্পা জাহাঙ্গিরের স্ত্রী

**নয়া জামানা , ফলতা ঃ** মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশের পর ফলতা থানায় হামলার ঘটনায় আরও বড় পদক্ষেপ করল পুলিশ। এবার গ্রেপ্তার করা হল কুখ্যাত 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানের স্ত্রীকে। ডায়মন্ড হারবার জেলা পুলিশের একটি দল তাঁকে বিষ্ণুপুরের জুলপিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, থানায় হামলার ঘটনার পর থেকেই তিনি এক পরিচিতের বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিলেন। পুলিশের দাবি, গত ১৬ মে ফলতায় জাহাঙ্গির খানকে ছাড়ানোর উদ্দেশ্যে তাঁর স্ত্রীর নেতৃত্বেই বিক্ষোভ ও থানায় হামলার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ওই দিন ফলতার শতল কলসায় এলাকায় দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ চলার পর জাহাঙ্গিরের অনুগামীরা ফলতা থানার দিকে এগিয়ে যায়।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী সতর্ক অবস্থান নেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বাহিনী লাঠিচার্জ করলে বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। প্রাণ বাঁচাতে অনেকেই পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 june.....2026_Layout 1 20-06-2026 15:55 Page 4



# ফজলি বিবি নাকি ফজল বিবি ‘ফজলি’ নামকরণে আম আদমি

এই প্যাচপেচে গরমের হাত থেকে রক্ষা পেতে মানুষ দৌড়ে চলেছেন, নাভিশ্বাস ফেলছেন। কিন্তু কুলকিনারা পাচ্ছেন কি? পাচ্ছেন পাচ্ছেন। আরে মশাই, ‘আম’ বলে একটা ফল আছে তো নাকি! যত দুঃখ সব ভুলিয়ে দেয়। আর ভালো আম খেলেই চলে যেতে হবে মালদহ। তাও আবার যে সে আম নয়, এক্কেরে টাটকা ফজলি। আঁশবিহীন, রসালো, সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু ও মিষ্টি আম এই ফজলি। আম-আদমির সবচেয়ে পছন্দের। ফলের রাজা আম, আবার আমেদের রাজা ফজলি।আমের অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে বেশ দেরিতেই হয় ফজলি। ভালো জিনিস খে তে ও খাওয়াতে সময় তো লাগবেই। ফজলি শুধু স্বাদে-গন্ধে অনন্য তাই নয়, আকারেও বেশ বড়ো। ফজলি আমের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক বিস্তীর্ণ ইতিহাস। খানিক মজারও।

ঔপনিবেশিক সময়ে তখন বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজত্ব প্রায় অস্তাচলে। সালটা ১৮০০ সালের আশেপাশে। প্রাচীন বাংলার গৌড়ে এক ভগ্নস্তূপে বাস করতেন এক প্রৌঢ়া। নাম, ফজলি বিবি। তিনি সন্ন্যাসী-ফকিরদের ভোগ দিতেন গাছের আম দিয়ে। এটাই নাকি তাঁর ‘প্যাশন’ ছিল। তাঁর বাড়ির ভগ্নস্তূপের উঠোনে ছিল একটি আম গাছ। গাছটির নিয়মিত যত্নআত্তি করতেন ফজলি বিবি।একবার মালদহের কালেক্টর র‍্যাভেনস সাহেব এসে ফজলি বিবির বাড়ির কাছে শিবির স্থাপন করেন। একদিন গৌড় যাওয়ার পথে সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় ফজলি বিবির।সাহেব তখন তৃষ্ণায় কাতর। প্রৌঢ়া তাঁর নিজস্ব নিয়মমতে জলের বদলে সাহেবকে একটি আম খেতে দেন। মিষ্টি আমে তৃষ্ণা মিটে যায় কালেক্টরের। তিনি তখন ফজলি বিবির কাছে আমের নাম জানতে চান। বুঝতে না পেরে প্রৌঢ়া তাঁকে নিজের নাম বলে বসেন। সেই থেকেই নাকি এমন আমের নাম ‘ফজলি’।তবে এ সবই লোকমুখে প্রচলিত গল্প। অনেকেই বিশ্বাস করেন না। কারণ কারোর কারোর মতে, পঞ্চদশ শতাব্দীতে সুলতান ইউসুফের আদরের নর্তকী ফজল বিবির নামেই নাকি এসেছে ফজলি আম। নাম নিয়ে তো তর্ক-বিতর্ক থাকবেই। তবে ফজলি যুগের পর যুগ ধরে বজায় রেখেছে নিজের আভিজাত্য। ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন হয়ে ওঠা মালদহের অন্যতম আকর্ষণ কিন্তু এই আমও। গ্রীষ্মকালে কিছু হোক না হোক, বাঙালির শেষ পাতে আম না হলে ঠিক চলে না। আর সেই আমের নাম যদি ফজলি হয়, তাহলে তো কথাই নেই। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।